International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-VII, August 2015, Page No. 1-5
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

ইয়েটস্-এর কাব্যচিন্তায় ভারতীয় দর্শন

ড. সুশান্ত ঘোষ
ব্যারাকপুর, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

William Butler Yeats was a versatile poet in modern English literature. He was highly influenced by Indian philosophy and culture. It assert that Mohini Chatterjee, Puroshatttam Swami and Tagore Stimulated Yeats both spiritually and aesthetically and initiated him into mysticism .Both the Irish and Indian consider themselves as very spiritual. Hinduism and the Catholism have some basic theological and doctrinal differences but the way in which these are practiced in very similar. Tagore influence on Yeats is difficult to trace and analyze. Tagore confirmed and justified Yeats's faith in Indian philosophy. Yeats had used the Indian concept of reincarnation in his early Indian poems. Yeats's response to Indian was deeper than that of Eliot whereas others believe Eliot's pagan Irish background allow him to accept may Hindu concepts whole-heartily.

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের প্রবাদ প্রতিম কবি উইলিয়াম বার্টলার ইয়েটস্ ভারতীয় তত্ত্ব দর্শনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সাহিত্য কেমন হওয়া দরকার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত "Poetry and Tradition" (1907) গ্রন্থে একটি যুগান্তকারী মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন - "The nobleness of the arts is in the mingling of contraries, the extremity of sorrow the extremity of joy. Perfection of Personality, the Perfection of its surrender, overflowing turbulent energy and marmorean stillness … place of mortal and immortal, time and eternity."[১] প্রকৃতপক্ষে তিনি বিশ্বাস করতেন তত্ত্ব দর্শন কলানির্মাণের ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রাথমিক শর্ত না হলেও শিল্পীর মধ্যে দর্শনচেতনা অবশ্যই থাকা দরকার। ইয়েটস্ তাঁর সাহিত্যিক জীবনে ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর কবিসত্তায় ভারতীয় দর্শনচেতনার আত্মীকরন ঘটেছিল। তৎকালীন ভারতীয় বিদ্বদসমাজ বিশেষ করে বাঙালি বিদ্বদসমাজের গভীর সান্নিধ্যে এসে ইয়েটস্ বুঝেছিলেন সাহিত্য তথা শিল্পকলায় ভারতীয় দর্শন কত সমুন্নত ও উচ্চমার্গের পথনির্দেশিকা দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোহিনী চট্টোপাধ্যায়, পুরোহিত স্বামী, এবং শ্রীহংস প্রমুখ বঙ্গনক্ষত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় এবং তাদের জীবনচর্চা ও সাহিত্য বোধ ইয়েটস্কে ভারতীয় তত্ত্ব দর্শন, ধর্ম, দর্শন, বিভিন্ন কলাশৈলী, ইন্দ্রজাল, অতিলৌকিক ভাবনা তাঁর সাহিত্যকর্মে দারুনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই কারণেই দেখা যাবে প্রথমদিকে তাঁর সাহিত্য ছিল সুখ্যাত কল্পনাপ্রধান রোমাণ্টিকতার মেদুরতায় পূর্ণ কিন্তু পরবর্তী কালের ইয়েটস্ এর সাহিত্য কেবল রোমাণ্টিক কল্পনামুখ্য নয় তার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে রোমাণ্টিক বুদ্ধিদীপ্ত মনন ও দর্শনের গভীরতম তত্ত্ববোধ। যা রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চিন্তার সঙ্গে প্রায় সমার্থক। তিনি পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা প্রাচ্য দর্শনের দ্বারা যে অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছেন তা ইয়েটস্-এর এই পর্বের কাব্যগুলি পাঠ করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

ইয়েটস্-এর A vision, on the Boilar (1939). If I were Four and Twenty (1919) এবং তাঁর পত্রাবলীতে ভারতীয় দর্শনের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ভারতীয় সমাজ ও দর্শনের গভীরতা ও বহুমাত্রিকতার প্রতি প্রথাগত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এমন নয় বরং ভারতীয় আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা নির্বিকল্প সত্যের মহিমায় বিশ্লেষিত হয়েছে। তিনি ঐকান্তিক আন্তরিকতায় প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ ও তাঁর জনভূমি প্রাচীন আইরিশ আদর্শকে

একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। উইলিয়াম ব্রেবা'এর ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা ইয়েটকে প্রভাবিত করেছিল। সেই কারণেই আমরা যখন ইয়েটস্ এর 'Sunken Ganga' কিংবা 'Sinking flames of Indian Tradition' কোথাও যেন টি.এস.এলিয়টের 'The Waste Land' (1922) এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় দর্শনভাবনার ঐক্যবিস্তারে। আসলে দুই যুগন্ধর মহাকবিই ভারতীয় উদ্দীপ্ত ও আবেগ ও পরিণত দর্শন চিন্তাকে আত্মস্থ করে প্রতিফলন করেছিলেন তাঁদের নিজ নিজ শিল্প কর্মে।

ভারতীয় দর্শনের আদর্শ শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাশ্বত আদর্শকে প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় জীবনের লক্ষ্য। ইয়েটস্ এই চিরায়ত, অবিনাশী সত্যকেই সাহিত্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর 'The Indian upon God' কবিতায় তাঁর সেই ভাবনার একটি সার্থকনামা প্রতিসরণ দেখি—

I passed a little further on and heard a
Lotus talk
Who made the world and ruleth it,
He hangeth on a stalk
For I am in his image made, and all
This thinking tide
Is but a sliding drop of rain between
His petal wide."

ভারতীয় দর্শন অস্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদে আছে সমস্ত সৃষ্টিই ঈশ্বরের দ্বারা সম্ভব। তাই ভারতীয় আদর্শ সবকিছুর মধ্যেই ব্রহ্মের স্বতঃত উপস্থিতিকে স্বীকার করে 'সর্বম খল্বিদং ব্রহ্মঃ'। ইয়েটস্ এখানে ভারতীয় দর্শনের সেই অতিসফল অস্তিবাদীচেতনাকে স্বীকার করে তার প্রকাশ করেছেন, মেনে নিয়েছেন বিশ্বের রচয়িতা স্বয়ং ঈশ্বর।

তিনি মনে করেন সমুদ্রের কালোজলের গভীরে লুকিয়ে থাকা অতিশয় ক্ষুদ্র জীব কিংবা অতিকায় জীব সবই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাদের সবার মধ্যে বিরাজমান। ঈশ্বরের নৈর্ব্যক্তিক আত্মার বিষয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন ভারতীয় দর্শনের সূত্রেই। তার এই অতীন্দ্রিয় ভাব কল্পনা পরবর্তীকালের কবিতায় আরও স্পষ্ট ও পরিণত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। "The Dancer at Guachan and Cro-Patrick' কবিতায় প্রকাশিত ভাবনাও তাঁর অতীন্দ্রিয় ভাবসমাবেশে সম্পৃক্ত।

"I, proclaiming that there is
Among birds or beast or men
One that is perfect or at peace
……
All that could run or leap or swim
Whether in wood, water or cloud
Acclaiming, proclaiming, declaiming Him."

এখানে কেবল উপনিষদের তত্ত্ব নয়, গীতায় ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের অন্তরালে ভারতীয় দর্শনের যে গভীরতম বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে কবিতার ভাষায় সেই চেতনাই ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইয়েটস্ নিজেও বলেছেন সেকথা– "that God is a circle, where center is everywhere". এই সর্বত্রগ্রামী ব্রহ্মের ধারণায় তিনি যে কতখানিও অনুপ্রাণিত ছিলেন তা এই মন্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একস্থানে তিনি জন্মমৃত্যুর চক্রাকারে আবর্তনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন "where everything comes round again".[২] জন্মমৃত্যুর এই দার্শনিক প্রত্যয় উপনিষদের মৃত্যুচিন্তার দ্বারা পরিশুদ্ধ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেইকারণেই তাঁর Byzantium কবিতায় আমরা দেখি উপনিষদ ও গীতার কর্ম প্রেরণার কথা প্রকাশ করতে তিনি উন্মুখ। শ্রীমদ ভাগবৎ গীতার কর্মপ্রেরণা তথা নিষ্কাম কর্মের কথা তিনি সুন্দর ভাবতাৎ পর্বে ব্যাখ্যাত করেছেন। Byzantium তাঁর কাছে পবিত্রতার জগৎ জগতের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং আত্মার কথা যা চৈতন্যময় জগৎ থেকে পৃথক তিনি Byzantium শহরের মধ্যে আধ্যাত্মিক অন্বেষার গন্তব্য বলে মনে ভেবেছেন। তিনি মনে করতেন অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব কিংবা প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানুষ সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের সক্রিয় সত্তা তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজিত। আত্মার নৈর্ব্যক্তিকতা এবং ঈশ্বরচেতনা তিনি ভারতীয় দর্শন পাঠের সূত্রেই লাভ করেছিলেন। ইয়েটস্ এর অতিন্দ্রীয় জগত কার্যত তৈরী হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিনী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের গভীর সান্নিধ্যে ভারতীয় তত্ত্ব দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করার সূত্রে। একদা ইয়েটস্ বলেছিলেন— "The mystic … is in no such danger, he so lives whether in East or West, whether he be Ramkrishna or Boelheme, as to dedicate his initiatory image and its generated image

not to his own but to the Divine purpose, and after certain years attains the saint's miraculous life".[৩] আবার "Mohini Chatterjee" কবিতায় এই অতীন্দ্রিয় জগতের গভীর দার্শনিক তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন।-

"Birth is heaped on birth
That such cannonade
May thunder time away,
Birth-hour and death hour meet
Or as great sages say,
Men dance on deathless feet".

অতীন্দ্রিয় ভাবজগতে জন্মমৃত্যুকে একই অর্থে ব্যাখ্যাত করা কিংবা জন্মমৃত্যুর নিবিড় অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা উপনিষদের মৃত্যুভাবনার সঙ্গে একার্থক। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মৃত্যু জীবনের শেষ নয় বরং জীবনের আরও এক অধ্যায়ে প্রবেশ করা। ইয়েটসও মৃত্যুকে দেখেছেন জীবনের অন্য এক রূপের মধ্যে। ইয়েটস্ ভারতীয় অবতারবাদেরও প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁর কবিতায়। ভারতের প্রত্যেক জননী তার সন্তানকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসাবে দেখে থাকেন এবং এই উপলব্ধির মধ্যে যে গভীর আন্তরিকতা ও পবিত্রতা আছে তা ইয়েটস তার 'A Prayer of my son' কবিতার মধ্যে সুন্দর ভাব সৌন্দর্যে তাত্ত্বিক চেতনায় প্রকাশ করেছেন। 'All soul' 'Night' 'Leda and the Swan' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে ভারতীয় তত্ত্ব দর্শনের গভীর ছায়াপাত ঘটেছে।

হিন্দু দর্শনের জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলের প্রভাব তাঁর কবিতায় প্রায়ই প্রকাশ পেয়েছে। আত্মা অবিনশ্বর । আত্মা তার কর্মফলের জন্যই বারবার জন্মলাভ করে। চৈতন্য হলে আত্মার মুক্তি সম্ভব হয়। দর্শনের এই ভাবনাটি তার 'A Dialogue of Self and Soul' কবিতার মধ্যে তাত্ত্বিক ভাবনায় ঋদ্ধ হয়ে প্রকাশলাভ করেছে। ধর্মদর্শন ও কবিতার সৌন্দর্য এখানে একাকার হয়ে গেছে। ঈশ্বরকে ধ্যানের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়। হৃদয়ের গভীরতম আকুতি না থাকলে ঈশ্বর লাভ করা যায় না। এই তাত্ত্বিক ভাবনাটি তার 'Vacillation' কিংবা 'Two songs from a play' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বুদ্ধি নয় ঈশ্বরের উপলব্ধি ও আবেদন হৃদয়ের কাছে। বেদান্তের বাণীগুলিকে ইয়েটস কবিতার মধ্যে ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের প্রেক্ষিতে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনকে বিচার করতে চেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য উভয়দর্শনের মধ্যেই ঈশ্বরের অনুভূতিগুলি একার্থক ও অভিন্ন। সমালোচক বলেছিলেন— "The Vedanta teachings yeats now accepted as not basically different from the Western Philosophy of men like Plato, Cusanus".[৪] প্রকৃতপক্ষে ইয়েটস্-এর কবিতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সাদৃশ্যগুলির আত্মীকরন সম্ভব হয়েছে। সত্ত্ব, তম, রজ এই তিনগুনের সাম্যবস্থাই প্রকৃতি রচনা করে। ইয়েটস্ এই গুনগুলির মধ্যে তিনটি রঙের কল্পনা করেছেন। "To some I have talked with by the Fire" কবিতায় তিনি ভারতীয় দর্শনের এই তিনগুনের তিনটি তাত্ত্বিক তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। আবার 'The Wandering of oisin' কবিতায় এই তিনটি গুনকে তিনটি দ্বীপের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাত করেছেন। তাঁর 'The shadowy waters' 'The Holy Mountain' 'The Mandukya Upani Shed' প্রভৃতি রচনায় এই বিষয়গুলি গভীর তাৎপর্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, বাস্তবতত্ত্ব, ভূমা প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনের বিষয়গুলি তার রচনার মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে।

ভারতীয় দর্শনের শক্তিতত্ত্ব এবং নারীতত্ত্বের ব্যাখ্যাও তার রচনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। পুরানের দেবীকে তিনি চিরন্তন নারী শক্তির প্রতীক হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। আচার্য কপিলমুনির সাংখ্য দর্শনের পুরুষও প্রকৃতিতত্ত্বের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তার কবিতায়। নারীই যে সৃষ্টির প্রকৃত রচয়িতা তা তিনি মেনে নিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় পুরানের মাতৃকাশক্তি ও দেবীস্তুতি তিনি কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ইয়েটস ভারতীয় তত্ত্ব দর্শনকে স্বীকার করলেও নির্মাণ বা মুক্তিকে সরাসরি মেনে নেননি। তথাপি তিনি তাকে অস্বীকারও করেননি। কেননা উপনিষদের মধ্যেই আছে জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমা, সেখানে পৌছে গেলে কেউ নির্বাণ নিয়ে ভাবে না। কেননা উপনিষদ সমগ্রতার তথা পরিপূর্ণজ্ঞানের ভাণ্ডার সেই জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করলে আর নির্বাণের প্রয়োজন হয় না। জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য তার কবিতায় উপনিষদের ভাবসত্যে উদ্ভাসিত।-

"Many times man lives and dies
Between his two eternities
That the race and that of soul,
And ancient Ireland knew it all".

প্রাচীন আয়ারল্যান্ডের মানুষ আত্মা জন্মমৃত্যুর চিরন্তন রহস্য সম্পর্কে জানতেন। ইয়েটস আইরিশ জাতির মানুষ ছিলেন। এখানে নিজের স্বাধীন ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় তত্ত্ব দর্শনকে একত্রিত করে একসূত্রে দেখতে চেয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি সত্যের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। তাই ধর্ম আদর্শ যাই হোক না কেন পরম সত্যকে অবলোকন করাই তো আদর্শ—

Through leaves are many, the root is one
Through all the lying days of my youth
I swayed my leaves and flower in the sun
Now I may withes into truth.

যে সময় এই কবিতাটি তিনি রচনা করেছিলেন সেই সময় তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে মোহিনী চট্টোপাধ্যায় এবং পুরুষোত্তম স্বামীর কাছে শ্রীমদভাগবদগীতা ও উপনিষদ পাঠ নিচ্ছিলেন। সেইসময় 'নির্বানতত্ত্ব' 'মোক্ষতত্ত্ব' এবং 'কর্মপ্রেরণার বিষয়গুলি নিবিড় পাঠের পর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাৎ পূর্বেকার ধারণা পালটে' যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মানুষ তার কর্মের দ্বারাই ব্যক্তিত্ব নির্মান করে। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং কর্মের আধারেই সেই প্রকৃতির স্বরূপ রচিত হয়। ভারতীয় দর্শনের তথা বৌদ্ধ দর্শনের এই ভাবনাটি তার মধ্যে ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। তিনি এসম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— "Personality is first of all the man as he has been made by his 'Karma' he is set in the external world because that, too, has been made by his 'Karma'. Even through initiation be complete, his nature so gathered up into itself that he can create no new 'Karma' he must await the exhaustion of the old".[৫] তিনি মনে করতেন নির্বিকল্প সমাধিই হল বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তাই নির্বান তার কাছে সূচনা মাত্র "Unity of Being". ভারতীয় দর্শনের মায়াবাদও তার সাহিত্যে ব্যাপকস্থান অধিকার করেছে। 'The only Jealously of Emer, The Herne's Egg' The Player Queen The Dreaming's of the Bones' The words Upon Window-pane' প্রভৃতি কবিতা তথা রচনায় ভারতীয় মায়াতত্ত্বের ও মৃত্যুতত্ত্বের বিষয়গুলি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শন, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তিনি কতখানি উদ্‌গ্রীব ছিলেন তা এই কবিতা গুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরাতত্ত্ব ও দর্শনের এমন মেলবন্ধন তাঁর কবিতায় দেখা যায় তা সত্যিই আশ্চর্যের। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার নিবিড় সান্নিধ্য ব্রাহ্মধর্মের বিষয়গুলি আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্মদর্শন সম্পর্কে আরও নিবিড় অধ্যয়নের সুযোগ পান তিনি। তিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের যোগ ও তন্ত্র দ্বারা দারুন ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পুরাতত্ত্বে কাহিনীগুলি নয় মূল ফলিত মৌলিক বিষয়গুলি তাকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি। প্রথমদিকে তিনি বিশ্বাস করতেন জগত হল মায়া ও স্বপ্নে গড়া। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয় তাঁর মধ্যে নিয়ে আসে সৌন্দর্যবোধ মানসদর্শন এবং দার্শনিক ভাববোধের গভীরতা। তাঁর 'An Indian Monk' কবিতায় ভারতীয় জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে দার্শনিক প্রত্যয়ী ভাবনা প্রকাশ করেছেন উপলব্ধিগত সত্যের অক্ষরে। ভারতীয় দর্শনে কথিত 'ওম' তত্ত্ব ইয়েটস্‌এর কাছে খুব ভালোলাগার সামগ্রী ছিল। তিনি 'ওম্' শব্দটিকে 'A''U''M' এই তিনটি অক্ষরে গঠিত বলে মনে করতেন এবং Past Present Future এই তিনকালের সমন্বয়ে হল 'AUM' বা 'ওম্' তিনি তাঁর 'The Mandikya Upanishad' রচনায় লিখেছেন - "the word AUM is the imperishable spirit, This universe is the manifestation. The Past the Present, the Future everything is 'AUM'.[৬]

কেবল এভাবে নয়, 'AUM' কে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির তিনটি 'State' বা অবস্থার সঙ্গে তুলে ধরেছেন— " 'A' is the physical or waking state; 'U' the dream state, where only mental substances appear; 'M' is deep sleep, where man feels no desire, Creates no dreams"৭ যোগগুরু পতঞ্জলির ধ্যান ও সংযমের আদর্শের কথাও তিনি তার কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। যোগসাধনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মকে লাভ করার যে চারটি ধাপের কথা বলেছেন ইয়েটস্ এই চারটি ধাপের তুলনামূলক অধ্যয়ন করেছেন এবং দেখেছেন কিভাবে পরম ব্রহ্ম লাভ করা যায়। পতঞ্জলির যোগ সাধনা ইয়েটস্‌কে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতীয় যোগের আদর্শ ও রীতিকে তিনি তার কবিতায় সশ্রদ্ধ স্থান দিয়েছেন। ইয়েটস্ মনে করতেন উপনিষদের মনীষার সংক্ষিপ্তসার রয়েছে পতঞ্জলির যোগাদর্শে। যোগাদর্শ মানুষকে আরও ধীশক্তি, স্থিতধী এবং আদর্শবান করে তোলে যোগের মধ্য দিয়ে বিশ্বাত্মার কল্যান অবশ্যম্ভাবী। তিনি মার্ক্সের দর্শনকে পতঞ্জলির আদর্শের সঙ্গে একীভূত করতে চেয়েছেন। Patanjali, Upanishad, A vision প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁর এই দর্শন চেতনা প্রকাশিত। 'The Mandukya Upanishad' প্রবন্ধে যোগের শেষতম পর্যায়কে Final illumination and emancipation বলে অভিহিত করেছেন। 'A Dialogue of self and soul' রচনায় তিনি গীতার প্রসঙ্গ এনেছেন।

যখন সমগ্র প্রাণী রাতের অন্ধকারে নিদ্রিত হন তখন সাধু ব্যক্তিরা দিনের আলো দেখতে পান-এই কথাটি তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি লিখেছেন— "What is night for all over creatures is the time when the saint awake–it is his day"। উপনিষদের ভাবধারায় লালিত ছিলেন বলেই তিনি মনে করতেন মানুষ যখন তার আত্মাকে চিনতে পারে তখন তার বন্ধনহীন আনন্দ এসে মনকে সম্পৃক্ত করে। তাঁর 'Under Ben Bulben' রচনায় আত্মার অবিনশ্বরতার ভাবনা উপনিষদীয় ভাবনার সূত্রে বিকশিত হয়েছে। 'The statues' কবিতায় তিনি গৌতমবুদ্ধের সমাধির প্রসঙ্গ এনেছেন। গৌতম বুদ্ধের সমাধি আসলে ভারতীয় চারিত্রিক আদর্শের বাস্তবতার প্রতীক বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণবধর্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে খুব বেশি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তার বিভিন্ন কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্য কর্মে রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব ও বৈষ্ণবআদর্শ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'Supernatural Songs' কবিতায় মেরুপর্বতের প্রসঙ্গ এনে বলেছেন আত্মার চরম ও পরম বাস্তবের স্থান এই মেরুপর্বত। আসলে তিনি রূপকের আড়ালের ভারতীয় দর্শনের তথা পুরাকথা ও উপনিষদের ভাবনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

উল্লেখসূত্র

১। Yeats, W.B., 'Poetry and Tradition', Essays and introductions, p-255
২। Yeats, W.B. Prometheus Unbound, Essays and Introductions, page-422
৩। Yeats, W.B., Four years: 1887-1891, Autobiographic, pp-194-95
৪। Moore, V. The unicorn: Yeats search for Reality, page-357
৫। Yeats, W.B., The Mandukya Uponishad Essays and introductions, pp-482-83
৬। Ibid
৭। Ibid